আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

أصول العقيدة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أصول العقيدة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة السادسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)
أصول العقيدة – بنغالي
٣٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : 55-x- ٨١٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-العقيدة الإسلامية ٢- التوحيد
٣- الإيمان (الإسلام) أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٠/٠٩١٠

رقم الإيداع : ١٤٢٠/٠٩١٠
ردمك : x-٥٥- ٨١٣-٩٩٦٠

أصول العقيدة

আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

তাওহীদ ও তার প্রকারসমুহ

তাওহীদ কাকে বলে? তাওহীদ হলো, আল্লাহকে তাঁর বিশেষত্বে এবং তাঁর ওয়াজিব ইবাদতসমুহে একক জানা ও মানার নাম। আর তাওহীদই হলো আল্লাহর মহান নির্দেশ? তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা জারিয়াত ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء:٣٦]

"আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে কোনো শরীক স্থাপন করো না"। (সূরা নিসা ৩৬)

তাওহীদ তিন প্রকারেরঃ

১। তাওহীদে রূবূবিয়্যা

২। তাওহীদে উলূহিয়্যা

৩। তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত

তাওহীদ রূবূবিয়া তথা প্রতিপালকের একত্ববাদ হলো, আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণ এবং তিনিই আহারদাতা, জীবন ও মরণের

মালিক বলে বিশ্বাস করা। আকাশমণ্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر:٣]

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রুজি দান করে?" (সূরা ফাতির ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك:١]

"অতীব মহান শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যার হাতে রয়েছে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা মুলক ১) আর মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব সমগ্র সৃষ্টিলোকে পরিব্যপ্ত। অনুরূপ এ কথা স্বীকার করাও অপরিহার্য যে, আল্লাহই এই বিশ্বের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর পরিচালনা সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যপ্ত। তিনি বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤]

"শুনে রেখো, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেওয়া তাঁরই কাজ। তিনি সহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক।" (সূরা আ'রাফ ৫৪) আর তাঁর এই তত্ত্বা-বধায়কত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর কোনো জিনিস এর আওতা বহির্ভূত নয়। অল্প সংখ্যক কিছু লোক ব্যতীত এ কথা কেউ অস্বীকার করেনি যে, আল্লাহই প্রতিপালক, স্রষ্টা এবং এই বিশ্বের পরিচালক। আবার

এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل:١٤]

"ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করলেও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো।" (সূরা নামাল ১৪) তবে কেবল এই প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি স্বীকৃতিদাতার কোনো উপকারে আসবে না। সে যুগের মুশরিকরা এই প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, কিন্তু তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت:٦١]

"যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?। (সূরা আনকাবূত ৬১) এর সাথে অন্য প্রকারের তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়াও অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে উলূহিয়্যা তথা উপাসত্বের একত্ববাদ

আর তা হলো, সকল প্রকার ইবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্তার ইবাদত

করবে না এবং তার নৈকট্য লাভেরও চেষ্টা করবে না। তাওহীদের এই প্রকারটা সমস্ত প্রকার তাওহীদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ। এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য।" (সূরা জারিয়াত ৫৬) তাই সমস্ত নবী ও রাসূলকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাকে বর্জন করার জন্য। সমস্ত কিতাব এবং যাবতীয় বিধি-বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা এবং তাঁর সাথে যেন শরীক না করা হয়, এ ব্যাপারে সাবধান করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:٢٥]

"আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি।" (সূরা আম্বিয়া ২৫) এই তাওহীদকেই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিলো, যখন রাসূলগণ এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف:٧٠]

"তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করত তা বর্জন করি? তারা বললো, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে যে জিনিসের ওয়াদা করেছো, তা আমাদের নিকট নিয়ে এসো।" (সূরা আ'রাফ ৭০) কাজেই ইবাদতের প্রকারসমূহের কোনো কিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার জন্য করা যাবে না। না নিকটতম কোনো ফেরেশতার জন্য, না প্রেরিত কোনো নবীর জন্য, আর না পূণ্যবান কোনো ওলীর জন্য, আর না সৃষ্টির জন্য। কারণ, ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়।

তৃতীয়তঃ তাওহীদুল আসমা অসসিফাত

তাওহীদুল আসমা অসসিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হল, আল্লাহ তাঁর যে সমস্ত নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল-ﷺ-আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে বিশ্বাস করা। আর এ গুলোকে ঐভাবে সাব্যস্ত করা যা তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় এবং কোনো সৃষ্টির সাথে যেন সাদৃশ্য পেশ না

করা হয়। আর আল্লাহ যে গুণাবলীর অস্বীকার করেছেন অথবা তাঁর রাসূল-ﷺ-তাঁর জন্য যা অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা।

আল্লাহর সুন্দর নামের কিছু দৃষ্টান্তঃ

আল্লাহ নিজকে (الحي القيوم) তথা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের উপর ওয়াজিব হলো, এই বিশ্বাস করা যে, (حي) তথা চিরঞ্জীব আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। আর এই নাম যে গুণটি প্রকাশ করছে, তার উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব। আর সে গুণটি হচ্ছে, পরিপূর্ণ জীবন, যার নেই আদি ও অন্ত। অনুরূপ আল্লাহ নিজেকে (سميع) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, سميع আল্লাহর একটি নাম বিশষ। আর 'শোনা' আল্লাহর একটি গুণ। অতএব, আমাদেরেক বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ শোনেন। আল্লাহর গুণের আরো একটি উদাহরণ হল, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة:٦٤]

"ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত' তাদের হাতই সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করে থাকেন।" (সূরা মায়েদা ৬৪) মহান আল্লাহ নিজের দু'টি উন্মুক্ত ও উদার হাত হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন। তাই আমাদের এই বিশ্বাস করতে হবে

যে, আল্লাহর দু'টি হাত আছে, যা দান ও অনুগ্রহের জন্য প্রসারিত, উন্মুক্ত ও উদার। আর এটাও আমাদের অটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর হস্তদয়ের ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে অন্তরে কোনো কল্পনা না করা, মুখেও তা প্রকাশ বা ব্যক্ত না করা, অথবা সৃষ্টির হাতের সাথে সাদৃশ্য ও তুলনা না করা। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشُّورى:١١]

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা ১১)

এই তাওহীদের সার কথা হলো, আল্লাহ যে নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন বা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা আমাদের উপরেও ওয়াজিব। অনুরূপ নাম ও গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যা অস্বীকার করেছেন, আমাদেরও তা অস্বীকার করা অপরিহার্য। আর এতে কোনো ধরনের বিকৃতি, সাদৃশ্য এবং ধরণ-গঠণ নির্ণয় না ক'রে প্রকৃতার্থে তা মেনে নেওয়া।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ

'ল-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটি হলো দ্বীনের ভিত্তি। ইসলাম ধর্মে এর রয়েছে বড়ই মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য। এটা হলো ইসলামের রূকনসমূহের প্রথম রূকন এবং ঈমানের শাখাসমূহের সর্বোচ্চ শাখা। যাবতীয় আমল কবুল হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে এই কালিমার

মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া, এর অর্থ জানা এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করার উপর। এই কালিমার অর্থ হলো, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই।' এর দাবী হলো, আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতের অধিকারী মনে করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা। এর অর্থ যদি করা হয়, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করার ও উদ্ভাবনের কারো সাধ্য নেই, কিংবা আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুই বিদ্যমান নেই, তাহলে তা ভুল হবে। কেননা, এই ব্যাখ্যা করলে তা তাওহীদে রবূবিয়্যাতের ব্যাখ্যা হয়ে যাবে এবং তাওহীদে উলূহিয়্যা যা এই কালামার প্রকৃত ব্যাখ্যা তা চাপা পড়ে যাবে।

'ল-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দু'টি রুক্ন,

প্রথমঃ নেতিবাচক, আর এটা রয়েছে, 'লা-ইলাহা' কথার মধ্যে। এতে প্রত্যেক জিনিসের 'ইলা-হ' হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ ইতিবাচক, আর এটা রয়েছে, 'ইল্লাল্লাহ' শব্দের মধ্যে। এখানে কেবল আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাঁর কোনো শরীক নেই। অতএব, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা সঠিক-শুদ্ধ হবে না এবং ইবাদতের প্রকারসমূহের কোন কিছুই গায়রুল্লাহর জন্য করা জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি এই কালিমার মৌখিক স্বীকৃতি দেয়, তার অর্থ বোঝে এবং শির্ক বর্জন ক'রে তার দাবী পূরণ করে, আল্লাহর একত্ববাদকে সাব্যস্ত করে এবং সেই সাথে কালিমার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের

উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ও সেই অনুযায়ী আমল করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলিম। আর যে কালিমা অনুযায়ী আমল করে, কিন্তু সে কালিমা ও তার দাবীর প্রতি কোন বিশ্বাস রাখে না, সে হবে মুনাফিক্ব। আর যে কালিমার পরিপন্থী কাজ করে, সে হল মুশরিক ও কাফির।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর মাহাত্ম্যঃ

এই কালিমার অনেক মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল নয়েছে। আর তা হলো নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ)) [متفق عليه]

"সে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা আনা হবে, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে এবং তার অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে। আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে। আর সে ব্যক্তিকেও জাহান্নামে থেকে বের করে আনা হবে, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকে।" (বুখারী ৪৪ ও মুসলিম ১৯৩)

দ্বিতীয়তঃ এরই জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জ্বিন ও মানুষকেঃ তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমারই ইবাদত করে জন্য।" (সূরা জারিয়াত ৫৬)

তৃতীয়তঃ এই কালিমাটির প্রচার-প্রসারের জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন রাসূলগণ এবং অবতীর্ণ করেছেন কিতাবসমূহঃ তিনি বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:٢٥]

"আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো' এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোনো রাসূল প্রেরণ করেনি।" (সূরা আম্বিয়া ২৫)

চতুর্থতঃ এ কালিমাটি রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিলো তাঁরা সকলেই স্বীয় জাতিকে সর্বপ্রথম এরই প্রতি আহ্বান ক'রে বলেছিলেন,

﴿ ... يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف:٥٩]

"হে আমার জাতির লোক! তোমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর,

তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।" (সূরা আ'রাফ ৫৯)

কালিমা তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলীঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্ত হলো সাতটি। এই শর্তগুলি বিদ্যমান হলে এবং বান্দা যদি তার কোনো কিছুর বিরোধিতা না ক'রে তা আঁকড়ে ধরে তবেই তা সঠিক-শুদ্ধ হবে। শর্তগুলো হলো,

১। ইলম (জ্ঞান), বান্দা যখন জেনে নিবে যে, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য এবং অন্যের ইবাদত করা বাতিল, তখন এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে তার ('লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র) অর্থ বুঝেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ [محمد:١٩]

"হে নাবী! জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদ ১৯) উসমান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رواه مسلم

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, এ জ্ঞান নিয়েই মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ২৬)

২। দৃঢ় বিশ্বাসঃ অর্থাৎ, এমন বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রত্যয়ের সাথে এই কালিমার মৌখিক স্বীকৃতি দিবে যে, তাতে কোন সংশয় থাকবে না। বরং সে কালিমা ও তার দাবীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات:١٥]

"প্রকৃত মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে। অতপরঃ কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি।" (সূরা হুজুরাত ১৫)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [رواه مسلم]

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোনো বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ২৭)

৩। গ্রহণঃ এই কালিমার সমস্ত দাবীকে আন্তরিক ও মৌখিকভাবে গ্রহণ করে নিবে। সুতরাং সে বিশ্বাস স্থাপন করবে সেই সমস্ত জিনিসের উপর, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে এসেছে। তা গ্রহণ করে নিবে এবং কোন কিছুই প্রত্যাখ্যান করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:٢٨٥]

"রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তাঁর উপর অবতীর্ণ করা

হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং বিশ্বাসীরাও তারা সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণের উপর, তাঁর কিতাব-সমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আর তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা আরও বলেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই। আর আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫)

যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধানসমূহ অথবা দণ্ডবিধির উপর অভিযোগ উত্থাপন করবে বা তা প্রত্যাখ্যান করবে, এটাও গ্রহণ না করার অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, চুরির অথবা ব্যভিচারের দণ্ডবিধির উপর কিংবা উত্তরাধিকার বিধির উপর অভিযোগ উত্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" (সূরা আহযাব ৩৬)

৪। আনুগত্যঃ কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবীকে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করা। যদি কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ বোঝে নেয় এবং তা বিশ্বাস ক'রে গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু সে যদি তার সামনে আত্মসমর্পণ না করে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে সে আত্মসমর্পণের শর্ত পূরণ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الزُّمر:٥٤]

"ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর।" (সূরা যুমার ৫৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥]

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হতেই পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৬৫)

৫। সততাঃ অর্থাৎ, সে তার ঈমান ও আক্বীদায় সত্যবাদী হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।" (সূরা তাওবা ১১৯) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رواه أحمد وصححه الألباني

"যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র সাক্ষ্য দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ

বলেছেন) এখন কেউ যদি মুখে সাক্ষ্য দেয়, আর অন্তরে তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে, তাহলে মৌখিত স্বীকৃতি তাকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না, বরং সে মুনাফিক্বদের দলভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর আনীত কোনো বিষয়কে বা তার কোনো কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও সত্যনিষ্ঠতার পরিপন্থী বস্তু। কেননা, মহান আল্লাহ নিজের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর সত্যায়ন করাকে সংযুক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ﴾ [النور ٥٤]

“বল, আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণ কর।” (সূরা নূর ৫৪)

৬। ইখলাসঃ অর্থাৎ, মানুষের নিয়ত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য স্বচ্ছ হতে হবে, তাতে না থাকবে শির্ক, আর না লোকদেখানীর কোনো ব্যপার, আর না কোনো পার্থিব স্বার্থ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, আর না ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করার সাধ, আর না গোপনীয় কোনো প্রবৃত্তি সিদ্ধির আশা, আর না পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য, আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করে কোনো ব্যক্তি, মাযহাব বা দলের অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আমল করার প্রবণতা থাকতে পারে না। বরং স্বীয় আমলের দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পারলোকিক সুখ অর্জন করা। কোনো মানুষের বিনিময় প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾ [الزُّمر:٣]

"সাবধান! বিশুদ্ধ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই হক্ব।" (সূরা যুমার ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البيِّنة:٥]

"তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত করবে।" (সূরা বাইয়েনা ৫) আর বুখারী ও মুসলিমে ইত্বান থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

((فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধারেন জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলেছে, তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন।" (বুখারী ৪২৫ ও মুসলিম ৩৩)

৭। ভালবাসাঃ এই মহান কালিমাকে এবং তার দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় ও তার দাবীকে ভালবাসবে। সুতরাং সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে এবং তাঁদের ভালবাসা ও নির্দেশকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ যেসব স্থানকে ভালবাসেন, সেও তা ভালবাসবে। আল্লাহর নিকট প্রিয়বস্তুসমূহকে নিজের প্রিয় বস্তু ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর প্রাধান্য

দিবে। অনুরূপ আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সেও তা অপছন্দ করবে। সুতরাং কুফরী, পাপাচার এবং অবাধ্যতা ইত্যাদিকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة:٥٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মু’মিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।” (সূরা মায়েদা ৬৫)

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’-বাক্যের অর্থঃ এর অর্থ হলো মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত তাঁর (আল্লাহর) রাসূল ছিলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশ পালন ক’রে, তাঁর আনিত বা্র্তার সত্যায়ন ক’রে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থেকে এর দাবী অনুযায়ী আমল করবে। আর তাঁরই দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করবে।

‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এই বাক্যটির দু’টি রুক্নঃ

১। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা।

২। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর এই অংশ দু’টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর এই উভয় মহৎ গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। এখানে (আবদ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ বান্দা। অর্থাৎ, তিনি মানুষ। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট। মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [الكهف:١١٠]

“হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ।” (সূরা কাহাফ ১১০) তিনি আরো বলেন,

﴿ الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ [الكهف:١]

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতার অবকাশ রাখেননি।” (সূরা কাহাফ ১) আর ‘রাসূল’-শব্দের অর্থ হলো, তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী, সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে খন্ডন করে। অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তারা তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক’রে

তাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা'বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে। অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রাপ্ত অধিকার তাঁকে না দিয়ে অন্যান্য মানুষের উক্তিসমূকে তাঁর উক্তিসমূহের উপর প্রাধ্যান্য।দেয়। তাঁর সুন্নত থেকে দূরে থাকে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আনীত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে।

ঈমানের রুকনসমূহঃ

ঈমান হলো, কথা ও কাজের নাম, যা পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ ও পাপাচারের দ্বারা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, তা হল, অন্তর ও জবানের উক্তি এবং অন্তর, জবান ও শরীরের কাজ। অন্তরের স্বীকৃতি হলো, তা বিশ্বাস করা এবং তার সত্যায়ন করা। আর জবানের উক্তি হল, তা স্বীকার করা। আর অন্তরের কাজ হল, নিষ্ঠার সাথে তা তা মেনে নেওয়া, তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য তা গ্রহণ করা। আর শরীরের কাজ হল, আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের রয়েছে কয়েকটি মূল ভিত্তি। আর তা হল, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূল, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:٢٨٥]

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং মু'মিনরাও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫) সহীহ মুসলিমে আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, জিবরীল-عليه السلام-নবী করীম-ﷺ-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

((الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

"আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর (নাযিল করা) গ্রন্থসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখেরাতের উপর এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবেন।" (মুসলিম ৮) এ

ছয়টি বিষয়ই হলো, সঠিক আক্বীদার এমন মৌলিক বিষয় বস্তু, যা নিয়ে নাযিল হয়েছ আল্লাহর মহান গ্রন্থ এবং প্রেরিত হয়েছন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ-ﷺ-। আর এগুলোই হচ্ছে ঈমানের রুকনসমূহ।

প্রথমতঃ আল্লার প্রতি ঈমান আনা

আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো, আল্লাহর উলূহিয়্যাহ তথা উপাস্যত্বের, রুবূবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকত্বের এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদকে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো,

১। এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই সত্যিকার উপাস্য, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কারণ, তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তাদের রিজিক দাতা এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিফল দানে এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানে সক্ষম। আর এই ইবাদতের প্রকৃত দাবী হলো, যাবতীয় প্রকারের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনতি সহকারে, সাওয়াবের আশায়, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা সহকারে ও তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের সামনে মস্তক অবনত ক'রে নিবেদিত করা। কুরআনের অধিকাংশ আয়াত এ মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ أَلاَ لله الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر٣]

“সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর। জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা যুমার ২-৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء٢٣]

“তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।” (সূরা ইসরা ২৩) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَادْعُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴾ [غافر١٤]

“আল্লাহকেই ডাকো, নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খাঁটিভাবে নির্দিষ্ট করে। তোমাদের এই কাজ কাফেদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন।” (সূরা মু’মিন ১৪) ইবাদতের প্রকার অনেক। তন্মধ্যে হলো, দুআ করা, নিরাপত্তার জন্য ভয় করা, কামনা করা, ভরসা করা, আশা করা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় করা, বিনত হওয়া, ভয় করা, অভিমুখী হওয়া, সাহায্য কামনা করা, আশ্রয় চাওয়া, ফরিয়াদ করা এবং জবাই করা ও মানত করা ইত্যাদি অনেক প্রকারের ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বৈধ নয়। অন্য কারো জন্য তা সম্পাদন করলে, শির্ক ও কুফরী হবে।

দুআর প্রমাণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠]

“তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহঙ্কারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে” (সূরা গাফির ৬০) আর হাদীসে নু’মান ইবনে বাশীর-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) [رواه الترمذي ٢٩٦٩]

“দুআই হলো ইবাদত।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

নিরাপত্তার জন্য ভয় করার দলীল, (অর্থাৎ, ভয় কেবল আল্লাহকেই করতে হবে তার দলীল,) আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. [آل عمران ١٧٥]

“সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করো।” (আলে-ইমরান ১৭৫)

কামনার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ١١٠]

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।” (সূরা কাহাফ ১১০)

ভরসার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]

"আর আল্লাহর উপরই ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সূরা মায়েদা ২৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطَّلاق:٣]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনি যথেষ্ট হয়ে যান।" (সূরা তালাক্ব ৩)

আশা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং বিনয় হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء:٩٠]

"তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়তো এবং তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো ও তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া ৯০)

ভয় করার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾. [البقرة:١٥٠]

কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় করো।" (বাক্বারা ১৫০)

অভিমুখী হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الزُّمر: ٥٤]

“তোমারা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও।” (সূরা যুমার ৫৪)

আর সাহায্য প্রার্থনা করার দলীল হল, আল্লাহর বাণী,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة:٥]

“আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।” (সূরা ফাতিহা ৫) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

((إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) [رواه الترمذي ٢٥١٦]

“যখন সাহায্য কামনা করবে, তখন তা আল্লাহর কাছেই করবে।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

আশ্রয় প্রার্থনা করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]

“বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট।” (নাস ১)

ফরিয়াদ করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال:٩]

“স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে আর তিনি তা কবুল করেছিলেন।” (আনফাল ৯)

জবাই করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٣]

"বলো, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" (আনআম ১৬৩) আর হাদীসে এর প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উক্তি,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله)) [رواه مسلم ١٩٧٨]

"আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন যে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে।" (মুসলিম ১৯৭৮)

মানত করার দলীল হল, আল্লাহর বাণী,

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" (দাহার ৭) (উল্লিখিত জিনিসগুলো সবই আল্লাহর ইবাদত) এ ছাড়া অনেক অভ্যাসগত জিনিস রয়েছে, সেগুলোও যদি আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অনুসরণের নিয়তে করা হয়, তবে এই অভ্যাসগুলো সৎ নিয়তের গুণে ইবাদতে পরিণত হয় এবং মুসলিম তার নেকী পায়। যেমন, ঘুমানো, পানাহার করা, উপার্জন করা এবং বিবাহ করা ইত্যাদি,

২। আল্লাহর উপর ঈমানের আরেকটি দিক হলো, ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তি ঐ সব বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ বান্দাদের

উপর অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছেন। আর পাঁচটি ভিত্তি হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্যবানদের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা। এ ছাড়া অন্যান্য ফরয কার্যাদি, যা পবিত্র শরীয়ত বিধিবদ্ধ করেছে।

৩। এ বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই গোটা সৃষ্টিগতের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, নিজের জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। সকলের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি বান্দাদের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত, সেদিকে তাদেরকে আহ্বান জানাতে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি বলেন,

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾ [الزمر ٦٢]

"আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।" (সূরা যুমার ৬২)

৪। আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে এটাও শামিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলী ও সুন্দর নামের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই ভাবেই বিশ্বাস করা। এতে কোন রূপ বিকৃতি অস্বীকৃতি, ধরণ-

গঠণ ও সাদৃশ্য আরোপের চেষ্টা না করে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা। আর নামগুলোর মধ্যে যে মহান অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে তার উপরও ঈমান আনা। কেননা, এগুলো গৌরবময় আল্লাহর এমন গুণ বিশেষ যা কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করা অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ [الشورى١١]

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (শূরা ১১)

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনাঃ

এতে রয়েছে সার-সংক্ষিপ্ত এবং বিশদ ঈমান আনার ব্যাপার। সার-সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা কথার অর্থ হলো, আমাদেরেক বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ আনুগত্যের স্বভাব দিয়ে (অসংখ্য) ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অনেক প্রকারের। কিছু ফেরেশতা আল্লাহর আরশ তুলে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত, কেউ কেউ জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তাদের অনেকে বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত। আর বিশদভাবে ঈমান আনা বলতে আমরা সেই ফেরেশতাদেকে তাদের নামসহ বিশ্বাস করবো, যাদের নাম উল্লেখ করেছেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যেমন, জিবরীল, মীকায়ীল, জাহান্নামের পাহাদার মালিক এবং ইসরাফীল, যিনি

শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خُلِقَتْ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) [رواه مسلم ٢٩٩٦]

"ফেশেতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনরা অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ (কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।" (মুসলিম ২৯৯৬)

তৃতীয়তঃ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনাঃ

কিতাবসমূহের উপর সার-সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা ওয়াজিব। অর্থাৎ, বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর সত্যকে সাব্যস্ত এবং তার প্রতি আহ্বান করার জন্য নাবী ও রাসূলদের উপর কিতাবসমূহ অবতী্র্ণ করেছিলেন। অনুরূপ বিশদ ঈমান আনাও ওয়াজিব। অর্থাৎ, যেসব কিতাবের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, সেগুলির উপর নামসহ ঈমান আনা। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং ক্বুরআন। আর ক্বুরআন হলো সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে এখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সুন্নাত সহ এই ক্বুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ-ﷺ-কে সমস্ত মানুষ ও জ্বিনদের

জন্য রাসূল ক'রে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে তিনি এরই দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন। আর এই কুরআনকে মহান আল্লাহ অন্তরের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ [الأنعام ١٥٥]

"এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো। যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।" (সূরা আনআম ১৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾

[النحل٨٩]

"আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (সূরা নাহল ৮৯)

চতুর্থতঃ রাসূলগণের উপর ঈমান আনাঃ

রাসূলগণের প্রতি সার-সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে ঈমান আনা ওয়াজিব। তাই আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন করে রাসূল প্রেরিত করেছিলেন। তাঁরা তাদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি

আহ্বান করতেন এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করাকে অস্বীকার করতে বলতেন। কেউ যদি কোনো একজন রাসূলকে অস্বীকার করে, তাহলে সে সমস্ত রাসূলকে অস্বীকারকারী গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦]

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো ও তাগূত থেকে দূরে থাক।" (সূরা নাহাল ৩৬) যে তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, সে সফল হবে ও পরিত্রাণ লাভ করবে। আর যে সাড়া দেয়নি, তাকে ব্যর্থ হতে হবে।

আর আমাদেরকে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, সমস্ত রাসূলের দাওয়াত একই ছিলো। আর তা ছিলো আল্লাহর একত্ববাদের এবং তাঁরই ইবাদত করার দাওয়াত। তাঁদের শরীয়ত এবং বিধিসমূহে পার্থক্য ছিলো। আর এ কথার উপরও ঈমান আনতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁদের মধ্যে কাউকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের সবার শ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী হলেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ-ﷺ-। মহার আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٥٥]

"আমি তো নাবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।" (সূরা ইসরা ৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب:٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী।” (সূরা আহযাব ৪০) আর তাঁদের (নাবীদের) মধ্যে যাঁদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের উপর বিশদাকারে এবং নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনব। যেমন, নূহ, হূদ, স্বালেহ এবং ইবরাহীম প্রভৃতিগণ। তাঁদের ও আমাদের নাবীর উপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষণ হোক!

পঞ্চমতঃ শেষ দিবষের উপর ঈমান আনাঃ

এর (শেষ দিবষের উপর ঈমান আনার) আওতায় পড়বে সেই সব বিষয়াদি, যার খবর দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ﷺ-। আর যা ঘটবে মৃত্যুর পর। যেমন, কবরের পরীক্ষা, তার আযাব ও সুখ-শান্তি। কিয়ামতের কঠিন দৃশ্য ও ভয়াবহতা, পুলসিরাত ও দাঁড়িপাল্লার স্থাপন, হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান প্রদান, আমলনামার বিলি-বন্টন, কারো তা ডান হাতে, কারো বাম হাতে এবং কারো পিঠের পিছন দিক থেকে পাওয়া। এরই (শেষ দিবষের উপর ঈমান আনার) পর্যায়ভুক্ত হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনা, আর এ কথার উপর ঈমান আনা যে, মু’মিনরা তাদের প্রতিপালকের দর্শণ লাভ করবে এবং তাঁর সাথে তাদের কথাপোকথন হবে। এ ছাড়া এ (শেষ দিবসের) ব্যাপারে আরো যা কিছু ক্বুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে সহীহ সুন্নতে এসেছে, তার উপর ঈমান আনা। এ সবের উপর ঐভাবেই ঈমান আনবে এবং তার সত্যায়ন করবে, যেভাবে জানিয়েছেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল।

ষষ্ঠতঃ ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনাঃ

এ ব্যাপারে চারটি জিনিসের উপর ঈমান আনতে হয়। আর তা হলো,

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস করা যে, অতীতে যা ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। বান্দাদের অবস্থা, তাদের রিজিক, মৃত্যুক্ষণ, দৈনন্দিন কার্জাদি সহ তাদের যাবতীয় ব্যাপার সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন। কোনো কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٥]

"নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা।" (সূরা তাওবা ২২৬)

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি বলেছেন,

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنَ ﴾ [يس١٢]

"আর আমি প্রত্যেকটি বস্তু একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" (সূরা ইয়াসীন ১২)

তৃতীয়তঃ এই বিশ্বাস করা যে, তিনি যা চাইবেন, তা-ই হবে, আর যা তিনি চাইবেন না, তা হবে না। আর এটাও বিশ্বাস করা যে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এই সার্বভৌমত্বে কোনো কিছুই হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ﴾ [آل عمران٤٠]

“এ ভাবেই আল্লাহ যা চান তা সম্পাদন করেন।” (আল-ইমরান ৪০)
চতুর্থতঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, তা ঘটার পূর্বেই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّفات: ٩٦]

“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তা-ও।” (সূরা সাফফাত ৯৬)

শির্ক ও তার প্রকারসমূহ

শির্ক হলো, গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে ইবাদতে শরীক করা। যেমন, মূর্তিকে অথবা মৃত ব্যক্তিদেরকে কিংবা সূর্যকে বা নাবী, অলী ও মাজার ইত্যাদিকে আহ্বান করা। গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া, তার জন্য মানত করা, নামাজ পড়া, রোযা রাখা, অথবা তার জন্য জবাই করা, এ সবই আল্লাহর সাথে শির্ক করার পর্যায় পড়ে।

অনুরূপ কোনো মূর্তি, চাঁদ, সূর্য অথবা কোনো কবরবাসী প্রভৃতিকে সাজদা করলে, সেটাও ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী শির্কের আওতায় পড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। অনুরূপ কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, সৃষ্টি করার কাজে অথবা অন্য কোনো এমন বিষয়ে কেউ আল্লাহর শরীক আছে, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ করতে পারে না, তাহলে সে মুশরিক গণ্য হবে।

শির্ক দুই প্রকারেরঃ বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক।

প্রথমতঃ বড় শির্কঃ ইবাদতের প্রকারসমূহের কোনো কিছু গায়রুল্লাহর জন্য সম্পাদন করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, যদি তাওবা না করে সে মারা যায় এবং তার সমস্ত আমলও নষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:٨٨]

"যদি শির্ক করতো, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হয়ে যেতো।" (সূরা আনআ'ম ৮৮) আর নিষ্ঠার সাথে তাওবা না করলে আল্লাহ বড় শির্ককে ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে এক মহাপাপ করে।" (নিসা ৪৮) বড় শির্কের প্রকারসমূহের আওতাভুক্ত হলো, গায়রুল্লাহর নিকট দুআ করা অথবা গায়রুল্লাহর জন্য মানত করা, কিংবা গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করা ইত্যাদি অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“আর কোনো কোনো লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে।” (সূরা বাক্বারা ১৬৫)

দ্বিতীয়তঃ ছোট শির্কঃ আর এটা হলো এমন শির্ক, যাকে ক্বুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে শির্ক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা বড় শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে না এবং এই প্রকার শির্ক মিল্লাত থেকে বহিষ্কারও করে না। তবে তা তাওহীদকে লাঘব করে দেয়। যেমন, সামান্যতম কোনো লোকদেখানী কাজ, ‘যা আল্লাহ ও তুমি চাও’ বলা, ‘যদি আল্লাহ ও তুমি না হতে’ বলা, গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করা, যদি এই বিশ্বাস না রাখা হয় যে, যার শপথ গ্রহণ করা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত তার উপকার ও অপকার করার কোনো শক্তি আছে। অনুরূপ ‘আল্লাহ এবং অমুক যদি চায়’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা। নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: ((الرِّيَا))

[رواه أحمد وإسناده جيد]

“তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের সর্বাধিক আশঙ্কা করছি তা হলো, ছোট শির্ক। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেটা কি? তিনি বললেন, লোকদেখানী কাজ।” (আহমদ, হাদীসের সনদে সমস্যা নেই)। তিনি-ﷺ-আরো বলেছেন,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করলো, সে শির্ক করলো।" (আবূ দাঊদ) আরো কিছু জিনিসও এই প্রকার শির্কের আওতায় পড়ে। যেমন, তাবীজ-কবজ ব্যবহার করা, রোগ-বালা ও বিপদাপদ প্রতিহত করার অথবা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য (কোনো) আংটি এবং সূতা-ধাগা ব্যবহার করা। তবে যদি এই বিশ্বাস নিয়ে তা ব্যবহার করে যে, এই জিনিসই উপকার ও অপকার করতে পারবে, এটা কেবল মাধ্যম নয়, তাহলে তা বড় শির্কের আওতায় পড়ে যাবে।

এইভাবে কেউ যদি গণক ও (গায়েবী ইলমের) মিথ্যুক (দাবীদার)দের নিকট কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য যায়, তাহলে সেও শির্কের দরজাসমূহের কোনো দরজায় পৌঁছে যায়। কারণ, সে (এই কাজের মাধ্যমে) বিশ্বাস করে যে, কিছু মানুষ এমনও রয়েছে, যারা অদৃশ্য সম্পর্কে জানে। আর এটা হচ্ছে অপবাদ ও মিথ্যা। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل:٦٥]

"বলো, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।" (সূরা নামাল ৬৫)

তাই এ কথা জেনে নেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য যে, তাওহীদকে স্বচ্ছ-নির্মল করার জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি

করেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং প্রেরণ করেছেন নাবী ও রাসূলগণ। কারণ, আমলসমূহ যদি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে, গৃহীত হবে না।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা/বিশ্বাসের সার-সংক্ষিপ্ত

আহলে সুন্নাহর যে আক্বীদা সেই আক্বীদাই হলো 'ফিরক্বা নাজীয়া' তথা মুক্তিপ্রাপ্তদলের আক্বীদা। আর তা হলো, সত্যবাদী মু'মিন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও উপাস্য। তিনিই পূর্ণতার অধিকারী। ফলে সে নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করে। আর সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, আহারদাতা, দিলে তিনিই দেবেন আর না দিলেও তিনিই এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। তিনিই সত্যিকার উপাস্য। তিনিই আদি তাঁর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। তিনিই অন্ত তাঁর পর কোন কিছুই থাকবে না। তিনি প্রকাশমান তাঁর উপরে কিছুই নেই। তিনি অপ্রকাশ্য তাঁর কাছে অপ্রকাশ কিছু নেই। তিনি সব অর্থে ও সব দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ও সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর সত্তা সবার ঊর্ধ্বে, তাঁর মর্যাদাও সবার ঊর্ধ্বে এবং তাঁর পরাক্রশালিতা সবার উপরে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত। আর তাঁর (আরশে) অধিষ্ঠিত হওয়া ঐরূপ, যেরূপ হওয়া তাঁর মহান ও গৌরবময় সত্তার জন্য সামঞ্জস্য পূর্ণ। আর তিনি ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তিনি তাঁর জ্ঞানের দ্বারা

বান্দাদের সাথে থাকেন। তাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি অতি নিকটই থাকেন এবং কুবল করেন। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি সব সময় নিজেদের অস্তিত্ব এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংঘটনের ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী। কেউ নিমেষের জন্যও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তিনি করুণাময় অত্যন্ত মেহেরবান। বান্দারা দুনিয়া ও আখেরাতের যে নিয়ামতই লাভ করেছে, তা সবই তাঁর পক্ষ হতে। তিনি কল্যাণ প্রদানকারী এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষাকারী।

এও তাঁর রহমতেরই অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি প্রত্যেক রাতের শেষ প্রহরে নিকটের আসমানে অবতরণ ক'রে বলেন, "কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো।" এই অবস্থা ফজর পর্যন্ত থাকে। আর আল্লাহ ঐভাবেই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর গৌরবময় সত্ত্বার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে, স্বীয় আইনপ্রণয়ন ও (সব কিছু) নির্ধারণ করার ব্যাপারে পূর্ণ কৌশলের অধিকারী। কোনো জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেননি। যত আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন সবই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। তিনি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁদের অনেক পাপ মাফ করে দেন। যারা তাওবা করে, ক্ষমা চায় এবং তাঁরই অভিমুখী হয়, তাদের

বড় বড় পাপও তিনি মাফ করে দেন। তিনি এমন গুণগ্রাহী যে, স্বল্প আমল গ্রহণ করেন এবং উহার নেকী ও প্রতিদান দেন অনেক বেশী। আবার কৃতজ্ঞজনদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে বেশী করে দান করেন।

প্রকৃত মু'মিন আল্লাহকে তাঁর সত্তাগত গুণে ঐভাবেই গুণান্বিত করে, যেভাবে তিনি নিজেকে এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। যেমন, তাঁর পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি। তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, মাহাত্ম্যের ও বড়ত্বের অধিকারী হওয়া। তাঁর প্রতাপ, গৌরব, সৌন্দর্য এবং পূর্ণতা ও সর্ববিধ প্রশংসা।

কুরআনে উল্লিখিত এবং অব্যাহত ধারায় হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে সে (মু'মিন) এ কথাও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনরা জান্নাতে তাদের মহান প্রতিপালককে প্রকাশ্যে দেখবে। আর তাঁর দর্শন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের এই নিয়ামত হবে জান্নাতের অতি মহান নিয়ামত এবং সর্বাধিক তৃপ্তিকর জিনিস। আর বিশ্বাস করে যে, তাওহীদ ছাড়াই যে মারা যাবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আর মু'মিনদের মধ্যে কাবীরা (বড়) গুনাহ সম্পাদনকারীরা যদি তাওবা না করেই মারা যায়, আর কোন কাফফারার দ্বারা তাদের পাপ মোচন যদি না হয় ও কোনো সুপারিশও যদি লাভ করতে না পারে, তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ী হবে না। এমন কি যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা কেউ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, বরং সেখান থেকে বের হবে। আর ঈমান হার্দিক বিশ্বাস, কথা ও

কাজ এবং শারিরীক কর্মসমূহ ও জবানের স্বীকৃতি সব কিছুকে শামিল করে থাকে। যে এগুলোর পূর্ণ রূপ দান করবে, সে-ই হবে সত্যিকারের মু'মিন এবং সে-ই পুণ্য লাভের যোগ্য হবে ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এগুলোর কোনো কিছুর ঘাটতি থাকবে, সেই ঘাটতির পরিমাণ অনুপাতে তার ঈমানও কমে যাবে। এই জন্যই বলা হয় যে, ঈমান আনুগত্য ও পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যায় ও পাপের দ্বারা হ্রাস পায়।

মু'মিন এও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি এ দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন। তিনি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। তিনি নবীদের শেষ। তিনি মানুষ ও জ্বিনদের প্রতি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং দীপ্যমান প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সহ প্রেরণ করেছিলেন। যাতে করে সৃষ্টিকুল কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁর প্রদত্ত রুজি দ্বারা ইবাদত সম্পাদনে সাহায্য গ্রহণ করে। অনুরূপ সে (মু'মিন) বিশ্বাস করে যে, তিনি-ﷺ-ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, সব থেকে বেশী সত্যবাদী, সবার চেয়ে বেশী নসীহতকারী এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষণ দানকারী। তাই সে তাঁর সম্মান করে, তাঁকে ভালবাসে, তাঁর ভালবাসাকে সকল সৃষ্টির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেয়, দ্বীনের

মৌলিক বিষয়ে ও শাখা-প্রশাখায় তাঁরই অনুসরণ করে এবং তাঁর উক্তি ও মতাদর্শকে অন্য সকলের উক্তি ও মতাদর্শের উপর প্রাধান্য দেয়।

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁকে এমন অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি ছিলেন সৃষ্টি মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান, মহান প্রতিপত্তি এবং সকল বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতার অধিকারী। এমন কোনো কল্যাণ নেই যার প্রতি উম্মতকে দিকনির্দেশ করেননি এবং এমন কোনো অকল্যাণ নেই যা থেকে উম্মতদের সতর্ক করেননি। অনুরূপ মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল গ্রন্থসমূহকে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত তার জানা-অজানা সকল রাসূলগণকে বিশ্বাস করে। ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করে না। তাঁদের সকলের কথা ছিলো একই। আর তা হলো, কেবল সেই আল্লাহরই ইবাদত করা, যার কোনো শরীক নেই। আর সর্বপ্রকার ভাগ্যের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে। মনে করে যে, বান্দার সমূহ কর্ম, ভাল হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ। তাঁর ইচ্ছার দ্বারা কার্যকর এবং তাঁর কৌশলের সাথে সম্পর্কিত। তিনি তাঁর বান্দার (করা ও না করার) সামর্থ্য ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। তাদের যাবতীয় কথা ও কাজ এই ইচ্ছা অনুপাতেই সংঘটিত হয়। কোন কিছু করার উপর তিনি তাদের বাধ্য করেন নি। বরং তিনি (করা ও না করার) তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি তাঁর সুবিচার ও

কৌশলের ভিত্তিতে মু'মিনদেরকে এই বিশেষত্ব দান করছেন যে, তাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার এবং অবাধ্যতার প্রতি তাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এও (দ্বীনের) মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে, মু'মিন আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য ও সর্ব সাধারণের জন্য হিতাকাংক্ষা রাখবে। ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক এগুলো ফরয কাজ। পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার করার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতি গুরুত্ব দিবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং যার তার উপর অধিকার আছে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। সকল সৃষ্টির প্রতিও অনুগ্রহ করবে। সুন্দর ও উত্তম নৈতিকতার দাওয়াত দিবে এবং মন্দ ও নোংরা চরিত্রের ব্যাপারে নিষেধ দান করবে। মু'মিন এও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়ের দিক দিয়ে সেই পরিপূর্ণ, যার আমল ও আখলাক তাদের সবার চেয়ে সুন্দর। কথার দিক দিয়ে যে বেশী সত্যবাদী। যে সবার থেকে বেশী কল্যাণ ও অনুগ্রহশীল এবং যে প্রত্যেক নোংরামী থেকে সবার চেয়ে দূরে থাকে। অনুরূপ সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। জেহাদ হলো দ্বীনের সর্বোচ্চ শাখা। এই জেহাদ জ্ঞানের দ্বারাও হয় আবার অস্ত্রের দ্বারাও।

এই জেহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। তারা প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে স্বীয় দ্বীনের রক্ষার্থে জেহাদ করবে। জেহাদ করার জন্য প্রত্যেক শাসকের সাথ দিবে, তাতে সে সৎ হোক বা অসৎ। জেহাদ তার শর্তাবলী ও যথার্থ কারণসমূহের ভিত্তিতে হবে।

(দ্বীনের) আরো মৌলিক বিষয় হলো, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে উৎসাহ দান করা এবং গুরুত্ব সহকারে তার যত্ন নেওয়া। তাদের হার্দিক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করার ও পরস্পরকে জোড়ার চেষ্টা করা। বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা এবং (পরস্পর) বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে সতর্ক করা। আর যেসব উপায়-উপকরণ দ্বারা এ কাজ সমাধা হওয়া সম্ভব, সেই সব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগানো। অনুরূপ সৃষ্টিকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা, তার জান, মাল সম্ভ্রম এবং প্রত্যেক অধিকারের ব্যাপারে কষ্ট দিতেও বাধা প্রদান করা। প্রত্যেক ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের সকলের সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া।

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, উম্মতের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদ-ﷺ-। এদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহাবীগণ, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণ, বদর যুদ্ধে ও 'বায়আ'তে 'রিযওয়ান'এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ এবং (ঈমান আনয়নে) যেসব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ অগ্রবর্তী ও প্রথম ছিলেন, সেই সব সাহাবীগণ। কাজেই সে সাহাবী (রাযীআল্লাহু আনহুম)দের ভালবাসে। এই ভালবাসাকে আল্লাহর দ্বীন

হিসেবে গ্রহণ করে। তাঁদের ভাল দিকগুলো প্রচার করে এবং তাঁদের মন্দের ব্যাপারে যা কথিত, তা থেকে নীরবতা অবলম্বন করে। অনুরূপ হেদায়াত প্রাপ্ত আলেম, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং যাঁদের দ্বীনে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও মুসলিমদের উপর যাঁদের রয়েছে বহু অনুগ্রহ, তাঁদের সম্মান করাকে সে আল্লাহর দ্বীনেরই আওতাভুক্ত মনে করে। সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাঁদেরকে রক্ষা করেন সংশয়, শির্ক, মুনাফেকী, (পারস্পরিক) বিরোধ এবং মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাঁদেরকে তাঁদেরকে নবীর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

এই হলো (দ্বীনের) মৌলিক বিষয়সমূহ যা বিশ্বাস করেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অনুসারীরা এবং দাওয়াত দেন এরই প্রতি।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	তাওহীদ ও তার প্রকারসমুহ
৩	তাওহীদ রূবূবিয়া কাকে বলে
৫	তাওহীদে উলূহিয়্যা কাকে বলে
৭	তাওহীদুল আসমা অসসিফাত কাকে বলে
৮	আল্লাহর সুন্দর নামের কিছু দৃষ্টান্ত
৯	‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ
১১	‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’-এর মাহাত্ম্য
১১	তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না
১৩	‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র শর্তাবলী
১৯	মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’-বাক্যের অর্থ
২১	ঈমানের রুকনসমূহ
২৩	আল্লার প্রতি ঈমান আনা
৩০	ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা
৩১	কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা
৩২	রাসূলগণের উপর ঈমান আনা
৩৪	শেষ দিবষের উপর ঈমান আনা
৩৫	ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা
৩৬	শির্ক ও তার প্রকারসমূহ
৪০	মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা/বিশ্বাসের সার-সংক্ষিপ্ত